

# আবিদ এবং তুষার।

আবিদের কয়েকটা নিবন্ধ আমরা পড়েছি, তুষারেরটাও পড়লাম। ইসলাম সম্বন্ধে এ দু'জনের দু'টো আলাদা দৃষ্টিভঙ্গী ভালোভাবে বুঝবার দরকার আছে আমাদের। এঁরা শুধু আলাদা ব্যক্তি নন, এঁরা দু'টো আলাদা দর্শনের ধারক এবং উপস্থাপক। সাথে সাথে এ দু'জনের বোঝার দরকার আছে যে এক ইসলামের কথা বলছেন না এরা। আমরা যারা "কতিপয় মুরতাদ" ইসলামের তিক্ত, কঠিন এবং প্রচণ্ড সমালোচনা করি, আমাদের একদল অ্যাকাডেমিক, পুরো ধর্ম জিনিসটাকেই তত্ত্বগত ভাবে তাঁরা ভিত্তিহীন এবং অপ্রয়োজনীয় মনে করেন এবং ধর্মকে মানুষের অনন্ত সম্ভাবনা এবং উদ্ভাবন-ক্ষমতার পরিপরেক্ষিতে মানুষের জন্য অপমানজনক একটা বাধা মনে করেন। কোন ধর্মকে-ই ছেড়ে কথা বলেন না এঁরা, যদিও শুধু কথা-ই বলেন, কোন অস্ত্র হাতে তুলে নেন না মানুষ খুন করার জন্য। পৃথিবীতে মানবতার অগ্রগতির জন্য অন্য অনেক গবেষণার মত এ গবেষণারও সমূহ দরকার আছে। ইসলামকে সাধারণতঃ আমরা দেখি এতে বাধা দিতে। কিন্তু যত বাধাই আসুক কিছু মানুষ এ লাইনে চিন্তা করবেনই, বলবেনই, লিখবেনই এবং প্রচার করবেনই। এঁদের সংখ্যা বাড়ছে এবং বাড়বে আরও। আমাদের অনেক লেখকই এমন।

অন্য শাখার সমালোচকেরা মনে করেন, ধর্ম তার সমস্ত ভালোমন্দ নিয়ে থাকুক মানুষের ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিকতায় মন্দির মসজিদ গীর্জা, এবং ভালো থাকুক। করুক না মানুষ পাথর বা সূর্য্যপূজা, ক্ষতি কি যদি সে শান্তি পায়। মা-বাবার মৃত্যুতে অসহ কষ্টে পাক না সে আশ্রয় ধর্মে, "তাহাতে আসে যাবে কিবা কার"। অদৃশ্য পরকালের কথা ছাড়াও আধুনিক জটিল এবং কিস্তিতকিমাকার অশান্ত জীবনে ওই শান্তি টুকুই তো লাভ, কোটি কোটি সাধারণ মানুষকে অন্ততঃ আজ পর্যন্ত ওটুকুই তো আর দিতে পারছে না কেউ একমাত্র ধর্ম ছাড়া।

কিন্তু এটা নিশ্চিত যে হাজার গোলাম আজম বা মত্যানিজামী হাজার ইসলামের নামে হাজার উস্কালেও আবিদকে দিয়ে মানুষ খুন করাতে পারবে না, বৌ পেটাতে পারবে না, অমুসলমানকে কতল করাতে পারবে না। যে ইসলাম মানুষের প্রতি অন্যায়-অত্যাচার করে, তা আবিদের ইসলাম নয়। এ ইসলাম নিয়ে বাঁচতে সত্যি সত্যিই সকাল-সন্ধ্যা কোরাণ পড়তে হয় না, জীবনের অনাবিল নির্যাসে এর অস্তিত্ব। কোন ইসলাম আসল আর কোনটা ভেজাল, সে প্রশ্নে যাব পরে। কিন্তু আবিদের ইসলাম কোন কল্পধেনুর অমৃতদুগ্ধ তো নয়, এটা বাস্তব এবং একান্ত বাস্তব। মানুষের ইতিহাস এ ইসলামকে দেখেছে বহু শতাব্দী ধরে পৃথিবীর আনাচে কানাচে গ্রামে গঞ্জে তথাকথিত অশিক্ষিত কোটি কোটি মুসলমানের মধ্যে। মানবতাকে এ অনন্য উপহার দিয়ে গেছেন হাজার হাজার মঈনুদ্দীন চিশতি আর নিজামুদ্দীন আওলিয়ারা। আজও তাঁদের স্মরণে সব ধর্মের লক্ষ লক্ষ মানুষ একত্রিত হয়। কিন্তু আজ যে রাজনৈতিক ইসলামের হিংস্রতার চাপে সব ধর্মের লক্ষ লক্ষ মানুষ একত্রিত হওয়া তো দূরের কথা, মুসলমানেরা নিজেরাই হয়ে গেছে চূর্ণ-বিচূর্ণ খন্ড-বিখন্ড, লন্ডভন্ড হয়ে যাচ্ছে চারদিক, সেটাই হল মানবতার চরম শত্রু। তুষার এবং আবিদকে একসাথে কাজ করবেন না অথচ এ অভিশপ্ত অচলায়তন দূর হবে? তা হয় না, একান্ত অলীক স্বপ্ন সেটা।

মুক্তমনা সম্বন্ধে আবিদ কিছুটা "মিষ্ণু-আপ" করে ফেলেছেন মনে হয়। শব্দটার আভিধানিক অর্থ যা-ই হোক, ইচ্ছে করলেই কেউ মুক্তমনা হতে পারে না। পশু-পাখী-মাছ জন্ম থেকেই শতকরা একশ' ভাগ পশু-পাখী-মাছ। কিন্তু মানুষ জন্ম নেয় শুধুমাত্র প্রাণী হয়ে, তারপর তাকে বহু চেষ্টা করে ঘষে ঘষে মানুষ হতে হয়, তবুও শতকরা একশ' ভাগ মানুষ হতে পারে না সম্ভবতঃ কেউ-ই। মুক্তমনা হওয়াটা মানুষের সাংস্কৃতিক উত্তরণের আকটা আবশ্যিক ধাপ মাত্র, আমাদের মুক্তমনারা সেই চেষ্টা-ই করছেন মাত্র। এই চিন্তাবিদরা আমাদের সমাজের সম্পদ। জনপ্রিয় নেতা হওয়া বা পলিটিক্যালি কারেঙ্ক হওয়ার ধার ধারেন না তাঁরা। হ্যাঁ, কোন বাস্তব আন্দোলন ঘনিয়ে এলে সেটারও দরকার আছে বৈকি। ধর্মীয় তত্ত্বের বাইরে যে বাস্তবতার দিকে নির্দেশনা দিয়েছেন আবিদ, তা অস্বীকার করার কোনই উপায় নেই। সত্যিই তো, ওদিকে একান্তরের খুন্সী হিন্দুদের পূজোয় গিয়ে মুখমিষ্টি ঠকাতে থাকবে, আর আমরা এদিকে বকবক করে মুখে ফ্যানা তুলে ফেলব, আখেরে বাস্তব লাভটা কার হল?

অতঃকিম? সাপকে আঘাতও করব না, অথচ সাপ বিদায় হবে তাও-তো হয় না। তাহলে কি করা যাবে, কিভাবে করা যাবে? এখানেই যে শব্দটা অবধারিত চলে আসে, সেটা হল স্ট্র্যাটেজী।

মধ্য ত্রিশ দশকে জিন্না ঢাকায় এসে সমঝোতা করেছিলেন তখনকার প্রবল জনপ্রিয় কৃষক-প্রজা পার্টির সাথে। পরদিন তিনি একই সমঝোতার সুরে কথা বলেছিলেন প্রজা-পার্টির চরম বিরোধী ছোট খাজা-দলের সাথে, যাদের কোন অস্তিত্বই ছিলনা তেমন। এতে প্রজা-পার্টি ক্ষেপে গেলে তিনি স্পষ্ট বলেছিলেন, পরাক্রান্ত ব্রিটিশ আর বিশাল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াইতে হলে সারা ভারতের মুসলমানদের বিন্দু বিন্দু শক্তি এক করা ছাড়া উপায় নেই। আমি শুধু স্ট্র্যাটেজীর কথা বলছি। রাজনৈতিক ইসলামের বিষ-নিঃশ্বাসে আজ প্রকম্পিত ধরণী, তার প্রচলিত চাপে একই ভাবে নিষ্পেষিত পৃথিবীর অমুসলমান, আবিদের শান্তিময় ইসলাম এবং আমাদের মুক্তমনারা। কাজেই আবিদ-তুষারের শক্তিশালী হ্যান্ডশেক ছাড়া এ দানবকে পরাস্ত করা অলস কল্পনা হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে অসম্ভব। তুষার যে কে তা আমি জানি না, ব্যক্তিগত পরিচয় জানার দরকারও নেই। কিন্তু তাঁর বাংলা লেখনী সবল এবং ক্ষুরধার। এটা একটা শক্তি। আর শক্তি হল আবিদের সততা। (তার মানে এই নয় যে তুষারের সততা নেই বা আবিদের লেখা জঘন্য)। এ রকম শক্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সর্বত্র, একসাথে সেগুলোকে কাজে লাগালেই, "যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরা তোমা চেয়ে, যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে"।

আমাদের চেষ্টা হোক হিংস্র রাজনৈতিক ইসলামের বিরুদ্ধে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শক্তিগুলোকে একত্রিত করে দানবটাকে খতম করা। কালনাগের বিষ-নিঃশ্বাসে বিপর্যস্ত আমরা এখন এই মুহুর্তে। সেটাকে দমন করার পরে নিজেদের ছোটখাট ঝগড়াঝাটি অনেক করব আমরা।

ফতেমোল্লা

৭ মার্চ, ৩২ মুক্তিসন (২০০৩)।

(জীবন সত্যি এত ব্যস্ত, বার বার লেখার সময় পাওয়া মুশকিল)।